পালাবার পরে

অশোক সেন

পুনশ্চ

শিয়ালদা স্টেশনে টিপুকে দার্জিলিং মেল-এ তুলে দিয়ে ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক উপদেশ দিলেন সূর্যকান্ত।

—ট্রেন ছাড়লে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বাংক-এ উঠে চাদর পেতে শুয়ে পড়বে। ব্যাগটা মাথার বালিশ করবে। কোনো স্টেশনে নামবে না। নিজের বোতলের জল ছাড়া আর কিচ্ছুটি মুখে দেবে না। সকাল আটটায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে যাবে। সুতরাং খিদে পাবার কথা নয়। তবু যদি খিদে পায়, ব্যাগের পকেটে ছোটো একটা ফ্রুট কেক ভরে দিয়েছি, ওটা খাবে। কোচ নম্বর, সিট নম্বর সব তোমার বড়ো মামাকে জানিয়ে দিয়েছি। তুমি ট্রেন থেকে নেমে নিজের কামরার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

প্ল্যাটফর্মের লোক চলাচল দেখতে দেখতে বাবার প্রতিটি কথায় মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিল টিপু। কিন্তু কথাগুলো সে মন দিয়ে শুনছিল না। সে তখন অন্য কথা ভাবছিল। অন্য এক ষড়যন্ত্রের কথা।

সেই ষড়যন্ত্রটা সূর্যকান্ত জানতে পারলেন বাড়ি ফিরে। চোখ থেকে চশমাটা খুলে খাপে রাখতে গিয়ে দেখলেন সেখানে একটা ভাঁজ করা কাগজ। কৌতূহলী হয়ে চশমাটা আবার চোখে দিয়ে কাগজটা তিনি খুললেন। দেখলেন সেটা একটা চিঠি।

শ্রীচরণেষু বাবা,

তুমি ও মা প্রণাম নিও। আমি কিছুদিনের জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। মাঝের কোনো স্টেশন পছন্দ হলে নেমে যাব। কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। হারিয়ে তো যাব না। কোথাও ভালো লাগলে কয়েকদিন থাকব, তারপর ফিরে আসব। রেজাল্ট আউট হবার আগে ফিরবই।

ইতি—
টিপু

দু'বার চিঠিটা পড়লেন সূর্যকান্ত। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন, 'তুমি কোথায়? শিগগির এসো।'

শ্রেয়সী তখন রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত। সূর্যকান্তর ওরকম চিৎকার শুনে, গ্যাস নিভিয়ে দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতেই এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?'

—এই দেখো তোমার ছেলের কীর্তি। সূর্যকান্ত হাত বাড়িয়ে চিঠিটা দিলেন।

শ্রেয়সী চিঠিটা পড়ে হতভম্ব মুখে তাকালেন। বিপন্ন সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কী হবে?'

সূর্যকান্ত এ কথার কোনো জবাব দিলেন না। তিনিও তখন ভাবছিলেন, কী হবে, টিপু যদি সত্যি সত্যিই মাঝ রাস্তায় নেমে যায়!

কথার উত্তর না পেয়ে শ্রেয়সী আপন মনেই গজগজ করে উঠলেন, 'এত করে বললাম ওকে একা ছেড় না। তুমি আমার কথা শুনলে না। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ছেলে নাকি লায়েক হয়ে গেছে, একা একা চলাফেরার উপযুক্ত হয়ে গেছে। এই তো তার নমুনা। প্রথমবার একা বেরিয়েই তিনি এক কাণ্ড ঘটাতে চলেছেন। হে ঠাকুর, ছেলেটা যেন ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরে আসে।'

দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন শ্রেয়সী।

শ্রেয়সীর অভিযোগে কান না দিয়ে সূর্যকান্ত ততক্ষণ অনেক কিছু ভেবে ফেলেছেন। প্রথমে তার মনে হল, রওনা হবার পরে টিপুর মতিগতি বদলেও যেতে পারে। পালিয়ে যাবার আইডিয়াটা হয়তো বাতিল করতেও পারে। আর যদি না করে তবে ও কোথায় নামবে?

সূর্যকান্ত মনে মনে দার্জিলিং মেল-এর প্রত্যেকটা স্টপেজের ছবিটা দেখে নিলেন। ভাবলেন, বর্ধমানে টিপু নামবে না। ওটা এতই কাছে। তাছাড়া বর্ধমানে দাদুর বাড়িতে ছুটিছাটায় মাঝেমধ্যেই যাওয়া হয়। তারপরের স্টপেজ বোলপুর। ওখানে কি নামবে? তখন তো রাত সাড়ে বারোটা বেজে যাবে। বাংক-এ শুয়ে ট্রেনের দুলুনিতে টিপু কি অতক্ষণ জেগে থাকতে পারবে? সাড়ে দশটা বাজতেই তো ওর চোখ জুড়ে আসে।

যদি বোলপুরে না নামে তবে সারারাতে আর নামতে পারবে না। সেই শেষ রাতে চারটার কিছু পরে মালদা টাউন। টিপু তখন নিশ্চয় ঘুমে কাদা। তারপরেই কিশানগঞ্জ। সূর্যকান্তর মনে হল, হ্যাঁ এখানে নামতে পারে। কারণ তখন বেশ সকাল হয়ে যাবে, প্রায় সাড়ে ছ'টা। আর তারপরই নিউ জলপাইগুড়ি। সুতরাং পালাতে হলে টিপুকে কিশানগঞ্জেই নামতে হবে।

সূর্যকান্ত ভাবলেন, প্রত্যেকটা স্টপেজে কি খবর দিয়ে দেওয়া যায় না? টিপুর চেহারা আর পোশাকের বর্ণনা দিয়ে বলে দিতে হবে, এই বাড়ি পালানো ছেলেটা নামলেই যেন আটকে রাখা হয়। একবার চেষ্টা করে দেখা যাক না।

এই ভেবে সূর্যকান্ত শ্রেয়সীকে বললেন, 'আমাকে খেতে দাও। একবার স্টেশনে গিয়ে চেষ্টা করে দেখি যদি আটকানো যায়।'

রাত তখন সাড়ে এগারোটা। সূর্যকান্ত ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশনে এলেন। এদিক ওদিক একটু খোঁজ খবর করতেই একজন বললেন, 'আপনি স্টেশন সুপারের সাথে দেখা করুন।'

স্টেশন সুপার বেশ হাসিখুশি গোলগাল চেহারার মানুষ। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশি। মাথাজোড়া মস্ত টাক। তিনি খুব মন দিয়ে সূর্যকান্তর সব কথা শুনলেন। টিপুর চিঠিটা পড়লেন। তারপর বেশ নিশ্চিন্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'শ্রীমান কোন ইস্কুলে পড়ে?'

সূর্যকান্ত ইস্কুলের নাম বললেন। শুনে সুপার আরও নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, 'তার মানে ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। চিন্তা করবেন না। একটা চোদ্দো পনেরো বছর বয়সের সুস্থ, বুদ্ধিমান ছেলে কখনও হারিয়ে যেতে পারে না। তবে হ্যাঁ পালিয়ে যেতে পারে। নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে যান। ছেলে ক'টা দিন এদিক ওদিক ঘুরে দেখে আসুক।'

কিন্তু সুপারের কথায় নিশ্চিন্ত না হয়ে সূর্যকান্ত আবার অনুরোধ করলেন, সব স্টেশনে না হোক অন্তত কিশানগঞ্জ স্টেশনে যদি খবরটা দিয়ে রাখা যায়।

সুপার রাজি হলেন।

॥ দুই ॥

ট্রেনটা এক স্টেশনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় টিপুর ঘুম ভেঙে গেল। হাতঘড়িতে দেখল সাড়ে সাতটা। তবে কি আর্লি পৌঁছে গেলাম নিউ জলপাইগুড়ি!

তাড়াতাড়ি বাংক থেকে নেমে এল টিপু। সাত নম্বর বার্থ-এ এক বয়স্ক ভদ্রলোক তিনিও উঠে বসেছিলেন। টিপু নেমে এসে একটা জানলা দখল করে ওনার মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোন স্টেশন?

'বারসই।'

প্রত্যেকটা স্টপেজের নাম জানে টিপু। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সে বলল, 'এখানে তো এই গাড়িটার স্টপেজ নেই।'

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে ওর কথায় সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'সামনে কিশানগঞ্জ স্টেশনে ঢোকার মুখে একটা মালগাড়ি ডিরেলড্ হয়ে আপ লাইনের ওপর উলটে পড়েছে। একটু আগে স্টেশনের মাইকে বলল, অন্তত চার ঘণ্টা সময় লাগবে ওটা সরাতে।

ট্রেন থেকে নেমে পড়ার ব্যাপারে টিপু প্রাথমিকভাবে দু'রকম ভেবে রেখেছিল। প্রতিবার মামাবাড়ি আসবার সময় সে দেখেছে স্টপেজ না থাকলেও গাড়িটা নিউ জলপাইগুড়ি ঢোকার ঠিক আগে হয় রাঙ্গাপানি নয়তো ডিসট্যান্ট সিগনালে কিছুক্ষণ থামে। সে সময় সে নেমে পালিয়ে যাবে। আর সেটা না হলে ট্রেনটা নিউ জলপাইগুড়িতে থামা মাত্র সে নেমে পড়বে। যেদিক দিয়ে মামা আসবে তার উলটো দিকে হেঁটে সবচেয়ে বড়ো ওভারব্রিজটা পেরিয়ে দূরে দূরে যে সব গ্রাম দেখা যায় সেদিকে হাঁটা দেবে।

এখন এই বারসই স্টেশনে গাড়িটা আরও কত ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে শুনে টিপু তার প্ল্যানটা নতুন করে ভাবতে বাধ্য হল। বারসইটা পালাবার উপযুক্ত জায়গা কি না সেটা একবার সরেজমিনে দেখবার জন্য সে স্টেশনে নামবে ঠিক করল।

আর তখনই ওপাশের প্লাটফর্মে একটা ছোটো ট্রেন এসে দাঁড়াল। এমন ট্রেন টিপু কখনও দেখেনি। সে দার্জিলিং-এর টয় ট্রেন দেখেছে। সেগুলো আরও ছোটো। এটা তবে কেমন ট্রেন?

টিপু ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল, 'ওই গাড়িটা অমন ছোটো কেন?'

'ওটা মিটার গেজ লাইন।' ভদ্রলোক বললেন।

টিপু জিকে বইয়ে পড়েছে, ভারতে তিন রকম গেজের রেলগাড়ি চলে। গেজ মানে দুটো লাইনের মধ্যেকার ফাঁকের মাপ। ব্রডগেজ লাইনে এই ফাঁকটুকুর মাপ এক দশমিক ছয় সাত ছয় মিটার। আর মিটার গেজ লাইনের ঠিক এক মিটার। ন্যারো গেজ খুবই ছোটো, মাত্র সাতশো বাষট্টি মিলিমিটার।

ভদ্রলোক বললেন, 'সামান্য কয়েকটা বছর, এই গাড়ি আর থাকবে না। এনজেপি থেকে ওদিকে সব ব্রডগেজ হয়ে গেছে। আগে এই লাইনে আসাম-ত্রিহুত মেল, গুয়াহাটি-লক্ষ্ণৌ মেল যেত।'

মিটার গেজ ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে টিপু জিজ্ঞেস করল, 'এটা এখন কোথায় যাবে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'সঠিক বলতে পারব না। কতদূর আর যাবে, বড়োজোর পূর্নিয়া হয়ে সহরসা।'

টিপু আর দেরি করল না। জুতো পায়ে দিয়ে, শোবার চাদরটা ভাঁজ করে ব্যাগে পুরে সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। সহযাত্রী ভদ্রলোককে বলল, যাই, স্টেশনটা একটু ঘুরেফিরে দেখে আসি।

ভদ্রলোক বললেন, 'স্টেশন চত্বরের বাইরে যেও না আর এই কোচ নম্বরটা মনে রেখো।

টিপু ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে সোজা ওদিকের প্লাটফর্মে গিয়ে মিটার গেজ ট্রেনটায় চেপে বসল। সহযাত্রী ভদ্রলোকের ওই কথাটা, এই গাড়ি আর থাকবে না, টিপুর খুব মনে লেগেছে। সুতরাং কথাটা যখন পালিয়ে যাওয়া নিয়ে তখন এক মিটার গেজ ট্রেনে একবার চেপে নেবার সুযোগটা নষ্ট করা উচিত না।

সেই ক্লাস এইট থেকে টিপু ভেবে রেখেছে, অন্তত একবার বাড়ি থেকে পালাতে হবে। কত কত বিখ্যাত মানুষের পালিয়ে যাবার গল্প সে পড়েছে। প্রথম প্রথম তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, অনেক বিপদ আপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে ঠিকই কিন্তু শেষটায় তারা বিখ্যাত মানুষ হয়েছেন। এখন এই মিটার গেজ গাড়িটায় উঠে পড়তেই টিপুর মনে হল, এইবার তার সত্যিকারের পালানা শুরু হল।

টিপু ওঠার প্রায় সাথে সাথেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল। গাড়িতে তেমন ভিড় নেই। অনেক আসন ফাঁকা। টিপু জানালার ধারে একটা সিঙ্গল সিট-এ বসল। কামরার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল ভেতরটা কেমন। তারপর জানালার বাইরে চোখ মেলে দিল।

ভালো করে সব দেখতে হবে। যদি চলার পথে লাইনের পাশে কোনো গ্রাম পছন্দ হয়ে যায় তবে পরের স্টেশনে নেমে লাইন ধরে হেঁটে ফিরে আসবে সেখানে। টিপু ভাবল যদি কোনো স্টেশন পছন্দ হয় তবে সেখানেও সে নেমে যেতে পারে।

তখনই টিপুর চেকারের কথা মনে পড়ল। এই গাড়িতে কি চেকার ওঠে? যদি ধরে? সে নিজেকে সাহস দিল, চেকার ধরলে যা ভাড়া লাগে দিয়ে দেব। নইলে কী আর শাস্তি

দেবে, বড়জোর পরের স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবে। তা দিক। সেখান থেকেই পালিয়ে যাব।

গাড়িটা প্রত্যেক স্টেশনে থামতে থামতে যাচ্ছে। এক ঘণ্টার মধ্যে গাড়িটা তৃতীয়বার থামতে টিপু দেখল, বিনোবাপুর হলট্। স্টেশনের কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই, কিছু নেই। শুধু দু'দিকে দুটো বোর্ড আর ছোটো একটা টিনের চালা।

স্টেশনটা টিপুর ভালো লেগে গেল দুটো গাছের জন্য। প্লাটফর্মবিহীন স্টেশনের দু'প্রান্তে একটা কৃষ্ণচূড়া আর একটা অমলতাস। এ সময় দুটো গাছেই ফুলে ভরা। চারপাশে যতদূর চোখ যায় আবাদি জমি। তারমধ্যে খানিকটা উঁচু ঢিবির মতো জায়গায় স্টেশনটা, ঢিবির দু'পাশে দুই রঙের উদ্ভাস। একটা লাল একটা হলুদ। সকাল ন'টার উজ্জ্বল আলোয় ভেসে যাওয়া চরাচরের মধ্যে এ যেন এক টুকরো জীবন্ত ছবি। টিপু মুগ্ধ হয়ে নেমে পড়ল।

দূরে দূরে গ্রামের আভাস। মাঠের বুক চিরে মাটির রাস্তা চলে গেছে সেই আভাসের দিকে। দুটো লোক ট্রেন থেকে নেমে হাঁটা দিল মাটির রাস্তা ধরে। একজন ধুতি শার্ট অন্যজন ফুলপ্যান্ট হাওয়াই শার্ট।